দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ … 02 …
পৃষ্ঠা … কলাম …

ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত স্কুল নির্মাণ হলেও আসছেন না শিক্ষক

দুই মাস পাঠদান বন্ধ

স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী ॥ বাঘায় পদ্মার ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত চৌমাদিয়া বিদ্যালয়টি স্বেচ্ছাশ্রমে নির্মাণ করা হলেও সেখানে আসছেন না শিক্ষকরা। ভাঙ্গনের কারণে দুই মাস বন্ধ থাকলেও এখন ঘর মেরামতের পরও শিক্ষকদের অনীহার কারণে অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থীর লেখাপড়া ভেস্তে যেতে বসেছে। জানা যায়, গেল বন্যায় উপজেলার চৌমাদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি পদ্মায় বিলীন হয়ে যায়। ভাঙ্গনের আগে বিদ্যালয়টির চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চসহ আসবাবপত্র দিয়াড়কাদিরপুর এলাকায় রাখা হয়। তবে বিদ্যালয়টি চৌমাদিয়া এলাকায় নির্মাণ করতে হবে শর্তে গত ৫ সেপ্টেম্বর দিয়াড়কাদিপুর থেকে চৌমাদিয়া চরের লোকজন রাতের আঁধারে আসবাবপত্র নিয়ে আসে। তারপর থেকে চৌমাদিয়া ও দিয়ারকাদিরপুর এলাকার লোকজনের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্যালয়টি ১৯৫৫ সালে স্থাপন করা হয়। বিদ্যালয়টি নদী ভাঙ্গনের কারণে চারবার স্থানান্তর করা হয়। এরমধ্যে চৌমাদিয়ায় চরে ১৫ বছর, তেমাদিয়ায় ১২ বছর, দিয়ারকাদিপুর ২৫ বছর, টিকটিকি পাড়ায় ১০ বছর পরিচালিত হয়।

সর্বশেষ টিকটিকি পাড়া থেকে প্রায় দুই মাস আগে বিদ্যালয়টি স্থানান্তর করা নিয়ে চৌমাদিয়া ও দিয়ারকাদিরপুর এলাকার লোজনের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তারপর থেকে বিদ্যালয়ের ৪৪ শিক্ষার্থীর লেখাপড়া বন্ধ রয়েছে। তারা বর্তমানে কোন বিদ্যালয়ে যাচ্ছে না। লেখাপড়া বন্ধ করে তারা বাড়িতে বসে আছে। এই অবস্থা দেখে চকরাজাপুর ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ড সদস্য আবদুর রহমান এলাকার লোকজনকে নিয়ে স্বেচ্ছাশ্রমে চৌমাদিয়া মৌজায় বিদ্যালয়ের ঘর নির্মাণ করেন। তবে ঘর নির্মাণ হলেও বিদ্যালয়ে শিক্ষকরা যাচ্ছে না বলেও অভিযোগ করেন এলাকাবাসী।

একই ইউনিয়নের ওয়ার্ড সদস্য আবদুর রহমান বলেন, জালাল উদ্দীনের এলাকায় মাত্র ১৫ থেকে ২০টি পরিবার নিয়ে তারা বিদ্যালয় ঘর নির্মাণ করেন। দুই মাসেও কোন সমাধান না হওয়ায় এলাকার লোজজনকে সঙ্গে নিয়ে স্বেচ্ছাশ্রমে ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। বারবার কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরও বিদ্যালয়ে শিক্ষক পাঠাচ্ছে না। ফলে এলাকার অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থীর লেখাপড়া বন্ধ করে বাড়িতে বসে আছে। স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি হুমায়ন হোসেন বলেন, দুই গ্রামের লোকজনের ঠেলাঠেলির কারণে বিদ্যালয় নির্মাণ বন্ধ ছিল। তবে আবদুর রহমানের নেতৃত্বে পুরনো আসবাব দিয়ে ঘর নির্মাণ করেছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আরিফুর রহমান বাবু বলেন, দুই গ্রামের লোকজনের ঠেলাঠেলির কারণে বিদ্যালয় নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছিল না। স্বেচ্ছাশ্রমে ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের অর্ডার পেলে নিশ্চিয় বিদ্যালয়ে যাব। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আহসান আরা বলেন, সরজমিনে তদন্ত করে বিদ্যালয়টি স্থানান্তর করার চেষ্টা চলছে। তবে ঘর নির্মাণের বিষয়ে জানা ছিল না। অতিসত্তর এর সমাধান হবে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহিন রেজা বলেন, উভয় পক্ষই আমার কাছে অভিযোগ করেছে। তদন্ত করা হয়েছে। শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে উভয়ের মতামতের ভিত্তিতে বিদ্যালয় স্থানান্তরের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।